দাজ্জালের ফিতনা

সংকলক:
আবু মুস'আব

দাজ্জালের ফিতনা

সংকলক:
আবু মুস'আব

⬛দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড় ফিতনা

১.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"আদম সৃষ্টি থেকে এবং কিয়ামতের মধ্যে দাজ্জালের [ফিতনা] থেকে বড় কোনো ফিতনা নেই।"[কিতাবুস সুন্নাহ]

২.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"এমন কোনো নবী প্রেরিত হোন নি যিনি তার উম্মাহকে এই কানা মিথ্যাবাদী[দাজ্জাল] সম্পর্কে সতর্ক করেননি।"[সহীহ বুখারী]

⬛দাজ্জালের আবির্ভাব

১.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"প্রাচ্যের খোরাসান থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে।"[জামি আত তিরমিজি]

২.আরেক বর্ণনা মতে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী কোনো স্থান থেকে।[জামি আত তিরমিজি]

৩.ফাতিমাহ বিনতু কায়স রাদিআল্লাহু আনহার হাদিস থেকে এটা বুঝা যায় যে দাজ্জাল এখন পৃথিবীতে অবস্থান করছে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় সময় হলে তার আবির্ভাব ঘটবে।[সহীহ মুসলিম]

⬛দাজ্জালের শারীরিক গঠন ও তার সাথে যা থাকবে

১.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"দাজ্জালের চোখ সবুজ এবং এটা কাচের[তৈরি]।"[কিতাবুস সুন্নাহ]

২.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"দাজ্জালের দুই চোখের মধ্যখানে কাফির লিখা থাকবে। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন এবং নিরক্ষর - উভয়েই তা পড়তে [পারবে]।"[কিতাবুস সুন্নাহ]

অন্য বর্ণনামতে কাফ ফা রা লিখা থাকবে যা ইমাম মুসলিম তার সহীহতে উল্লেখ করেন।

ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেন,"যে তার[দাজ্জালের] কাজকর্ম অপছন্দ করবে সে তা[কাফির শব্দটি] পড়তে পারবে।"[জামি আত তিরমিজি]

কিন্তু বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনানুসারে এটা স্পষ্ট যে নিরক্ষর এবং অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন সকল মুমিন তা পড়তে পারবে যা সহীহাইনে লিপিবদ্ধ আছে।

৩.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে যেনো তা ফোলা আঙ্গুরের মতো।"[সহীহ বুখারী]

৪.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"মিথ্যা মাসীহ হলো খাটো, বক্রপদ বিশিষ্ট, কোঁকড়াচুলো।"[সুনান আন নাসা'ঈ]

৫.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"সে[দাজ্জাল] একচক্ষু বিশিষ্ট, উজ্জ্বল এবং তার মাথা অজগরের মতো।"[মুসনাদ আহমাদ]

৬.দাজ্জালের কপাল হবে প্রশস্ত, বক্ষ হবে উচু এবং সে হবে কুজোপৃষ্ঠা বিশিষ্ট - যা আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেন ইমাম আহমাদ।

৭.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে বহুবার বর্ণনা করেছি, কারণ আমি আশঙ্কা করছি, তোমরা বুঝতে পারছো কিনা? নিশ্চয়ই মাসীহ দাজ্জাল হবে বেঁটে, কবুতরের[মতো] পা বিশিষ্ট ও কুঞ্চিত কেশধারী, এক চোখবিশিষ্ট আলোহীন এক চোখধারী যা বাইরের দিকে ফোলাও নয়, আবার কোঠরাগতও নয়। যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তবে জেনে রাখো, তোমাদের রব্ব কানা নন।"[সুনান আবি দাউদ]

জামি আত তিরমিজিতে রয়েছে, দাজ্জাল হবে কোঁকড়া চুল বিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক।

৮.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,"দাজ্জালের বাম চোখ হবে অন্ধ এবং তার মাথায় থাকবে পর্যাপ্ত চুল। তার সাথে থাকবে [কৃত্রিম] জান্নাত ও জাহান্নাম। আসলে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং জান্নাত হবে জাহান্নাম।"[সুনান ইবনু মাজাহ]

৯..রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"তার[দাজ্জালের] সাথে আগুন ও পানি থাকবে। আসলে তার আগুনই হবে শীতল পানি এবং তার পানি হবে আগুন।"[সহীহ মুসলিম]

১০.দাজ্জাল নিঃসন্তান যা আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু এবং ইবনু সাঈদের আলোচনা থেকে জানা যায়।[সহীহ মুসলিম থেকে গৃহীত]

⚫সংশয় ও নিরসন:

কোথাও আছে দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ, কোথাও আছে বাম চোখ, এখানে হাদিস কি সাংঘর্ষিক?

[এই উত্তরটি নেয়া হয়েছে রেসপন্স টু এন্টি ইসলাম ওয়েবসাইট থেকে]

দাজ্জালের ডান চোখের ব্যাপারে হাদিসে যে বিবরণ পাওয়া যায়:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانَىِ النَّاسِ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ . أَلاَ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِئَةٌ

অর্থ: ইবনু উমার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে দাজ্জালের আলাপ-আলোচনা করে বললেন, আল্লাহ তা’আলা অন্ধ নন। কিন্তু সতর্ক হও! দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। আর তা আঙ্গুরের মতো ফোলা হবে।

দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ / কানা ইত্যাদি উল্লেখ করে আরো বিভিন্ন জায়গায় হাদিস পাওয়া যায়।

দাজ্জালের অন্য চোখ অর্থাৎ বাম চোখের ব্যাপারে হাদিসে যে বিবরণ পাওয়া যায়:

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الدَّجَّالُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ "

অর্থ: হুদাইফা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দাজ্জালের বাম চোখ হবে অন্ধ এবং তার মাথায় থাকবে পর্যাপ্ত চুল। তার সাথে থাকবে [কৃত্রিম) জান্নাত ও জাহান্নাম। আসলে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং জান্নাত হবে জাহান্নাম।

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ أَحَدُهُمَا رَأْىَ الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ وَالآخَرُ رَأْىَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا وَلْيُغَمِّضْ ثُمَّ لْيُطَأْطِئْ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ "

অর্থ: হুদাইফা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: দাজ্জালের সাথে কি থাকবে, এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত অবগত আছি। তার সাথে প্রবাহমান দুটি নহর থাকবে। একটি দৃশ্যত সাদা পানি এবং অপরটি দৃশ্যত লেলিহান অগ্নি মনে হবে। যদি কেউ সুযোগ পায় তবে সে যেন ঐ নহরে প্রবেশ করে যাকে দৃশ্যত আগুন মনে হবে এবং (এই) চক্ষু বন্ধ করতঃ মাথা অবনমিত করে সে যেন তা থেকে পানি পান করে। তা হবে ঠাণ্ডা পানি। দাজ্জালের এক চোখ বিকৃত/লেপা হবে এবং তার চোখের উপরে ঝুলন্ত চামড়া থাকবে এবং দুই চোখের মাঝখানে كَافِرٌ অথবা ك ف ر লেখা থাকবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মুমিন ব্যক্তি তা পাঠ করতে পারবে।

এখানে একটি জিনিস উল্লেখ না করলেই নয়। হাদিসে দাজ্জালের চোখের ব্যাপারে মূল আরবিতে اعور শব্দটি এসেছে। এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। এর সব থেকে প্রচলিত অর্থঃ কানা, একচক্ষুহীন ইত্যাদি।
অধিকাংশ বাংলা অনুবাদে অন্ধ, কানা এই শব্দগুলো এসেছে। ইংরেজিতে শব্দটির অনুবাদে কোথাও কোথাও ‘One eyed’ এসেছে। এই শব্দ দ্বারা এগুলো ছাড়াও সাধারণভাবে ত্রুটিপূর্ণ চোখকেও (পুরোপুরি অন্ধ নয়) বোঝায়।

কাজেই হাদিসের বিবরণ অনুযায়ী,

১। দাজ্জালের ডান চোখ হবে অন্ধ/ত্রুটিপূর্ণ, সেটি আঙ্গুরের মতো ফোলা হবে।
২। দাজ্জালের বাম চোখ হবে অন্ধ/ত্রুটিপূর্ণ, এর উপরে ঝুলন্ত চামড়া থাকবে।

হাদিস থেকে আমরা জানলাম যে, দাজ্জালের ডান চোখ কানা আবার বাম চোখও কানা। দাজ্জালের কোন চোখ আসলে কানা? সত্যিই কি এটি হাদিসের স্ববিরোধিতা?

আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে বলেছেন,হাদিসদ্বয়ের মাঝে কাজি ইয়াদ্ব রাহিমাহুল্লাহ সমন্বয় করেছেন। তিনি বলেছেন যে, উভয় বর্ণনাই বিশুদ্ধ। ... ... তার (দাজ্জালের) বাম ও ডান উভয় চোখই ত্রুটিযুক্ত। কেননা, ‘আওরা বলতে প্রত্যেক ত্রুটিযুক্ত জিনিসকে বোঝায়। আর দাজ্জালের উভয় চোখই ত্রুটিযুক্ত। এক চোখ তো জ্যোতিশূন্য (ডান চোখ]। কিছুই দেখতে পারে না। আর অন্যটি (হালকা) নষ্ট [বাম চোখ]।"

অর্থাৎ দাজ্জালের উভয় চোখই কানা বা ত্রুটিগ্রস্ত।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, যদি উভয় চোখই কানা হয়, তাহলে কিছু হাদিসে ডান চোখ কানা আবার কিছু হাদিসে বাম চোখ কানা হবার কথা কেনো বলা হলো?
এর উত্তর হচ্ছে:
উভয় শ্রেণীর হাদিসগুলোতে দাজ্জালের দুই চোখের কথা আলাদা ভাবে বলা হচ্ছে। কিছু হাদিসে ডান চোখের ব্যাপারে বলা হচ্ছে, আবার কিছু হাদিসে বাম চোখের কথা। যেহেতু দাজ্জালের দুই চোখই ত্রুটিগ্রস্ত কাজেই কখনো কখনো ডান চোখকে ত্রুটিগ্রস্ত আবার কখনো কখনো বাম চোখকে ত্রুটিগ্রস্ত বলা মোটেও ভুল কিছু নয়। এটি স্ববিরোধিতা নয় বরং দুই চোখের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি হয়তো সহজে বোঝা যাবে।

ধরা যাক, একজন লোকের দুইটি হাতই ত্রুটিগ্রস্ত এবং অকেজো। ডান হাত প্যারালাইজড এবং অত্যন্ত সরু। বাম হাতের সবগুলো আঙুল কাটা, হাতের সম্মুখভাগ গোল বলের মতো। এবং সেটিও কোনো কাজ করবার উপযুক্ত নয়।
এক জায়গায় বলা হলো: লোকটির ডান হাত ত্রুটিগ্রস্ত এবং সরু। ঠিক যেন সরু লাঠি।
অন্য জায়গায় বলা হলো: লোকটির বাম হাত অকেজো ও ত্রুটিগ্রস্ত। হাতের সামনের অংশ ঠিক যেন গোল বল।

এখানে দুই জায়গায় লোকটির দুই হাতের বর্ণনা আলাদা আলাদাভাবে দেয়া হচ্ছে। কেউ কি বলবে যে এখানে দুই জায়গায় স্ববিরোধী তথ্য আছে?

উত্তর হচ্ছে না। কারণ লোকটির দুই হাতই ত্রুটিগ্রস্ত, অকেজো। কাজেই কখনো ডান হাতকে অকেজো বলা আবার কখনো বাম হাতকে অকেজো বলা মোটেও স্ববিরোধিতা নয়।

দাজ্জালের চোখের হাদিসগুলোর ব্যাপারেও একই কথা। কিছু হাদিসে ডান চোখের বিবরণ দিয়ে أعور বলা হচ্ছে, কিছু হাদিসে বাম চোখের বিবরণ দিয়ে أعور বলা হচ্ছে। যেহেতু উভয় চোখই أعور (কানা/ত্রুটিগ্রস্ত), উভয় চোখের জন্যই কথাটি সত্য। অতএব হাদিসে কোনো স্ববিরোধী তথ্য নেই।

কিছু হাদিসে দাজ্জালের ডান বা বাম কোনো চোখের কথা উল্লেখ না করেই তাকে সাধারণভাবে أعور বলা হচ্ছে।

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي لأُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.
অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক সমাবেশে দাঁড়ালেন এবং মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি দাজ্জাল প্রসঙ্গে বললেন: তার সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি। এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর কাওমকে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। তবে তার সম্পর্কে আমি তোমাদের এমন একটি কথা বলব যা কোন নাবীই তাঁর জাতিকে বলেননি। তা হল এই যে, সে কানা হবে আর আল্লাহ অবশ্যই কানা নন।

এ থেকে আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে সাধারণভাবে উভয় চোখের দিক থেকেই দাজ্জাল أعور।

আবার أعور এর অন্য অর্থ ‘এক চক্ষুহীন' বা 'এক চোখওয়ালা' (One-eyed) এই হাদিসের অনুবাদ হতে পারে। যেহেতু দাজ্জালের এক চোখের উপর চামড়ার আবরণ থাকবে এবং অন্য চোখ আঙ্গুরের ন্যায় ঠেলে বেরিয়ে থাকবে, তাকে বাইরে থেকে দেখে “এক চোখওয়ালা” বা One-eyed মনে হবে। কাজেই দাজ্জালকে “One-eyed” বলে বর্ণনা দেয়া মোটেও অযৌক্তিক কিছু নয়।

অতএব হাদিসে দাজ্জালের বিবরণগুলোতে কোনো প্রকারের স্ববিরোধী তথ্য বা অসঙ্গতি নেই।

⬛দাজ্জাল যেখানে প্রবেশ করতে পারবে না এবং যেখানে তার পদচারণা হবে

১.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"মাসীহ দাজ্জালের প্রভাব মদীনাহ তে পড়বে না। সে সময় মদীনাহ তে সাতটি প্রবেশপথ থাকবে এবং প্রত্যেক প্রবেশপথে দুইজন করে মালাইকা[ফিরিশতা] নিয়োজিত থাকবে।"[সহীহ বুখারী]

~রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"সে[দাজ্জাল] চারটি মসজিদের নিকটে আসতে পারবে না: মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল মদীনাহ, মাসজিদুল আক্বসা, মাসজিদুস সিনাই।"[মাজমা' আল যাওয়াইদ]

২.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"মক্কা ও মদীনাহ ব্যতীত ব্যতীত এমন কোনো শহর নেই যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না।"[মুসনাদ আহমাদ]

কিন্তু দাজ্জাল মদিনার নিকটে গেলে তিনবার প্রকম্পন হবে যার ফলে মুনাফিক নর নারী বের হয়ে দাজ্জালের অনুসারী হবে।[সহীহ মুসলিম]

⬛দাজ্জালের ফিতনার সময়ে পৃথিবীর অবস্থা ও দাজ্জালের অনুসারীরা

১.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"দাজ্জালের আতঙ্কে লোকেরা পর্বতে পালিয়ে যাবে।"[সহীহ মুসলিম]

২.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"সত্তর হাজার আসবাহানী ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে যাদের শরীরে তায়ালিসাহ[চাদর] থাকবে।"[সহীহ মুসলিম]

~হাদিসে এসেছে দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হলো ইয়াহুদী ও নারীরা, যা ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন এবং তার মুসনাদে লিপিবদ্ধ করেন।

৩.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"এমন কতক জাতি তার অনুসরণ করবে যাদের মুখমণ্ডল হবে স্তর বিশিষ্ট চওড়া ঢালের মতো।"[জামি আত তিরমিজি]

৪.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন এলাকা হতে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর সে ডানে-বামে ফিতনা ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করবে।" [বর্ণনাকারী বলেন]আমরা প্রশ্ন করলাম, হে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে কতো দিন পৃথিবীতে থাকবে? তিনি বলেন,"চল্লিশ দিন। এর একদিন হবে এক বছরের সমান, একদিন হবে এক মাসের সমান এবং একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান, আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তোমাদের বর্তমান দিনের মতো।" বর্ণনাকারী বলেন,"আমরা প্রশ্ন করলাম, হে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার কি ধারণা, যে দিনটি একবছরের সমান হবে, তাতে একদিনের নামায আদায় করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে?" তিনি বলেন,"না! বরং তোমরা সেদিনের সঠিক অনুমান করে নেবে।" [বর্ণনাকারী:]আমরা আবার প্রশ্ন করলাম, "দুনিয়াতে তার চলার গতি কত দ্রুত হবে?" তিনি বলেন,"তার চলার গতি হবে বায়ূচালিত মেঘের অনুরূপ; তারপর সে কোন জাতির নিকট গিয়ে তাদেরকে নিজের দলের দিকে আহবান জানাবে, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করবে এবং তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। সে তখন তাদের নিকট হতে ফিরে আসবে এবং তাদের ধন-সম্পদও তার পিছনে পিছনে চলে আসবে। তারা পরদিন সকালে নিজেদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় পাবে। তারপর সে অন্য জাতির নিকট গিয়ে আহবান করবে। তারা তার আহবানে সাড়া দিবে এবং তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। সে তখন আকাশকে বৃষ্টি বর্ষনের জন্য আদেশ করবে এবং সে অনুযায়ী আকাশ বৃষ্টি বর্ষন করবে। তারপর সে যমীনকে ফসল উৎপাদনের জন্য নির্দেশ দিবে এবং সে মোতাবেক যমীন ফসল উৎপাদন করবে। তারপর বিকেলে তাদের পশুপালগুলো পূর্বের চেয়ে উচু কুঁজবিশিষ্ট মাংসবহুল নিতম্ববিশিষ্ট ও দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট হবে। তারপর সে নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোর ভিতরের খনিজভান্ডার বের করে দে। তারপর সে সেখান হতে ফিরে আসবে এবং সেখানকার ধনভান্ডার

তার অনুসরণ করবে যেভাবে মৌমাছিরা রানী মৌমাছির অনুসরণ করে। তারপর সে পূর্ণযৌবন এক তরুণ যুবককে তার দিকে আহবান করবে। সে তলোয়ারের আঘাতে তাকে দুই টুকরা করে ফেলবে। তারপর সে তাকে ডাক দিবে, অমনি সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাড়াবে।এমতাবস্থায় এদিকে দামিশকের পূর্ব প্রান্তের এক মসজিদের সাদা মিনারে হলুদ রঙ্গের দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুজন মালাইকার ডানায় ভর করে ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিসসালাম অবতরণ করবেন। তিনি তার মাথা নীচু করলে ফোটায় ফোটায় এবং উচু করলেও মনিমুক্তার ন্যায় [ঘাম] পড়তে থাকবে। তার নিঃশ্বাস যে ব্যক্তিকেই স্পর্শ করবে সে মারা যাবে; আর তার শ্বাসবায়ূ দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছবে। তারপর তিনি দাজ্জালকে খোজ করবেন এবং তাকে <লুদ্দ>-এর নগরদ্বারপ্রান্তে পেয়ে হত্যা করবেন।"[জামি আত তিরমিজি]

~রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"দাজ্জালের বড় ফিতনা থেকে [একটি] - সে একজন বেদুইনকে বলবে: তুমি কি ভাবো যে, আমি যদি তোমার [মৃত] পিতামাতাকে পুনরুজ্জীবিত করি তাহলে কি সাক্ষ্য দিবে - আমি তোমার রব্ব? সে জবাব দিবে: হ্যাঁ। তখন দুটি শয়তার পিতামাতার চেহারা ধারণ করবে এবং তাকে বলবে: আমার পুত্র! তাকে অনুসরণ করো, সে তোমাদের রব্ব।"[সুনান ইবনু মাজাহ]

~আবু সাঈদ আল খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি তার সম্পর্কে আমাদেরকে যা কিছু বলেছিলেন, তাতে এও বলেছেন যে, দাজ্জাল আসবে, তবে মদীনাহর প্রবেশপথে তার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ থাকবে। মাদীনার নিকটবর্তী বালুময় একটি স্থানে সে অবস্থান নিবে। এ সময় তার দিকে এক ব্যক্তি আসবে, যে মানুষের মাঝে উত্তম। কিংবা উত্তম ব্যক্তিদের একজন। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য

দিচ্ছি যে, তুই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তখন দাজ্জাল বলবে, তোমরা দেখো- আমি যদি একে হত্যা করে আবার জীবিত করে দেই তাহলে কি তোমরা এ ব্যাপারে সন্দেহ করবে?" লোকেরা বলবে, "না।" এরপর সে তাকে হত্যা করবে এবং আবার জীবিত করবে। তখন সে লোকটি বলবে, "আল্লাহর কসম! তোর সম্পর্কে আজকের মত দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলাম না।" তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে চাইবে কিন্তু সে তা করতে পারবে না।[সহীহ বুখারী]

⬛দাজ্জালের মৃত্যু

১.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"আমার উম্মাহর মধ্যেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে।আমি জানি না চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর।এসময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মারইয়াম তনয় ঈসা আলাইহিসসালামকে প্রেরণ করবেন।তার আকৃতি হবে উরওয়াহ ইবনু মাস'উদ এর মতো। তিনি দাজ্জালকে খুজে তাকে ধ্বংস করে দিবেন।"[সহীহ মুসলিম]

তিরমিজিতে বর্ণিত আছে দাজ্জাল চল্লিশ দিন পৃথিবীতে অবস্থান করবে। এর প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন যথাক্রমে পৃথিবীর একবছর, একমাস, এক সপ্তাহের সমান এবং পরবর্তী দিনগুলো স্বাভাবিক দিনের সমান।

⬛দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবার উপায়

১.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"কেউ যদি সুরাতুল কাহফের প্রথম দশ আয়াত অন্তস্থ করে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সুরক্ষিত থাকবে।"[সহীহ মুসলিম]

২.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা কেউ যখন [সালাতে] তাশাহহুদ পড়ো তখন চারটি জিনিস থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা করবে। এ বলে দু'আ করবে: আল্লহুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম ওয়ামিন আযা-বিল কবরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া- ওয়াল মামা-তি ওয়ামিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল- [অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনাহ থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[সহীহ মুসলিম]

⬛সারাংশ:

~দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড় ফিতনা
~দাজ্জাল আদম সন্তানের একজন, কোনো রুপক বস্তু বা ধারণা নয়
~সে এখন পৃথিবীতে আছে এবং আল্লাহ যখন চাইবে তখন তার আবির্ভাব ঘটবে
~সে সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান খাল্লা তথা খোরাসান থেকে বের হবে
~দাজ্জাল যুবক, কোঁকড়াচুলো, বক্রপদ বিশিষ্ট, অজগরের মতো মাথা সম্পন্ন, একচোখা ব্যক্তি যার কপালে কাফির কিংবা কাফ ফা রা লিখা থাকবে এবং সকল মুমিন তা পড়তে পারবে।
~তার অধিকাংশ অনুসারী হবে ইয়াহুদী এবং নারী
~সে মক্কাহ, মদীনা, মাসজিদুল আক্বসা ও মাসজিদুস সিনাই ব্যতীত সবজায়গায় যেতে পারবে
~আল্লাহর ইচ্ছায় সে বিভিন্ন আলৌকিক কর্ম সম্পাদন করবে এবং সে শাইতানের সাহায্য নিবে

~ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিসসালাম তাকে লুদ্দ শহরে হত্যা করবেন

⬛রেফারেন্স:

১.সহীহ মুসলিম
২.সহীহ বুখারী
৩.দাজ্জাল,শাইখ নাসির উদ্দিন আলবানী
৪.দাজ্জাল - দ্যা ফলস মাসীহ, ইমাম ইবনু কাসীর
৫.দ্যা ফিতনা অভ দাজ্জাল এন্ড ইয়াজুজ মাজুজ, শাইখ আব্দুর রহমান আস সাদী
৬.দ্যা সাইন অভ দ্যা আওয়ার
৭.দাজ্জাল এণ্ড দ্যা রিটার্ন অভ জেসুস, শাইখ ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ আল ওয়াবিল
৮.কিতাবুস সুন্নাহ, ইমাম হারব

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।